কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা, ব্যস্ত শহরের মার্কেটগুলো

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমলে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পোশাকের দোকানগুলোতে নারী, পুরুষ ও শিশুদের নতুন পোশাক কিনতে মানুষের উপস্থিতি বেশি দেখা যাচ্ছে।

শহরের এনএস রোড এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাভলী টাওয়ার শপিং মল, পরিমল টাওয়ার, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেট, জেলা পরিষদ মার্কেট এবং ছয় রাস্তা মোড় এলাকার বিভিন্ন শোরুমে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে দিন দিন। এসব মার্কেটে দেশি-বিদেশি নানা ডিজাইনের

পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, শাড়ি, ফতুয়া ও শিশুদের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ও ফ্যাশন হাউস যেমন আড়ং, দর্জিবাড়ী, আর্টিকেল, সেইলরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন কালেকশন এসেছে। অনেক দোকানে বিশেষ ছাড় বা অফারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন শপিংমলে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। এরই মধ্যে কুষ্টিয়ার বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের “স্টাইল ফ্যাশন” দোকানে দেখা যাচ্ছে নানা ডিজাইনের থ্রি-পিসের সমাহার।

দোকানটিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নতুন ডিজাইনের থ্রি-পিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতারা ভিড় করছেন তাদের পছন্দের পোশাক কিনতে।

ক্রেতারা জানান, স্টাইল ফ্যাশনে বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে। মান ও দামের দিক থেকেও তারা সন্তুষ্ট। একজন ক্রেতা বলেন, “ঈদ উপলক্ষে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করতে এসেছি। এখানে অনেক সুন্দর থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে, দামও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।”

স্টাইল ফ্যাশনের দোকান মালিক ফিরোজ হোসেন জানান, ঈদকে সামনে

রেখে তারা নতুন নতুন কালেকশনের থ্রি-পিস দোকানে এনেছেন। তিনি বলেন, “ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ডিজাইন ও মানসম্মত পোশাক সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিদিনই ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়ছে। আশা করছি ঈদের আগের দিনগুলোতে বিক্রি আরও বাড়বে।”

শহরের মীম ফ্যাশনের মালিক রানা জানান, ঈদকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরে দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। তিনি বলেন, “ঈদের কেনাকাটার মূল সময় এখন শুরু হয়েছে। আশা করছি ঈদের আগের সপ্তাহে বিক্রি আরও বাড়বে।”

ব্যবসায়ীরা জানান, এবারের ঈদ মৌসুমকে ঘিরে বাজারে নতুন ডিজাইনের পোশাক আনা হয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দের পোশাক কিনতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাজারে আসছেন।

সব মিলিয়ে ঈদকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের মার্কেটগুলোতে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে এবং দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, কেনাকাটার ব্যস্ততাও ততই বাড়ছে।

গাংনীতে ঈদের আমেজে ক্লান্তিহীন কেনা কাটা

মেহেরপুরের গাংনীর নওয়াপাড়া গ্রামের গৃহবধু মৌসুমি খাতুন এসেছেন ঈদের পোশাক কেনাকাটা করতে। সাথে ননদ ও দু কন্যা, ননদ রুবিনা আর দেবর লালনকে নিয়ে। সকালে এসেছেন। দুপুর পর্যন্ত সবার জন্য পোশাক কিনেছেন। এখন ওই পোশাকের সাথে মিলিয়ে কিনবেন লীপস্টিক। ভীড় জমিয়েছেন প্রসাধনীর দোকানে। শুধু মৌসুমী নয় তার মতো অনেকেই স্বপরিবারে যুক্ত হয়েছেন ক্লান্তিহীন কেনা কাটায়। ভিড়, আর ধাক্কাধাক্কি সবকিছু ছাপিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতেই ছিল একের অধিক ব্যাগ। বিভিন্ন বিপণি বিতানগুলোও যেন রয়েছে ক্রেতার দখলে।

বিভিন্ন মার্কেট ও শপিং মলে গিয়ে দেখা গেছে, ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে পছন্দের অনুসঙ্গ কেনার জন্য ছুটছেন এ দোকান থেকে ও দোকানে। বিভিন্ন রং আর ডিজাইনের কাপড় দেখে পছন্দ করার পর চলে দর কষাকষি।

অবশেষে পছন্দের পোশাক কিনতে পেরে বেজায় খুশি ক্রেতা আর বিক্রেতা পোশাকটি বিক্রি করতে পেরে বেজায় লাভের মুখ দেখায় তার মুখেও মৃদু হাঁসি। এভাবে মায়ের হাত ধরে মেয়ে স্বামীর হাত ধরে স্ত্রী আর প্রেমিকের হাত ধরে প্রেমিকা ছুটছেন এক মার্কেট থেকে অন্য মার্কেটে।

বাংলা ও বাঙ্গালীয়ানায় নারীর ঐতিহ্যবাহী অনুসঙ্গ শাড়ী। শাড়ী ছাড়া বাঙ্গালী নারীর কোন অনুষ্ঠানই যেন বেমানান। সেই শাড়ীর সাথে রয়েছে নারীদের নাড়ীর টান বাঙ্গালীয়ানা। সেই টানেই তারা ছুটে চলেছেন এক দোকান থেকে অন্য দোকানে শাড়ী কিনতে। দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কাতান, বালিচুরি, রাজশাহী সিল্ক। পাবনার তাঁতের শাড়ি যেমন নারীদের মন কাড়ছে তেমনি টাঙ্গাইলের গ্রামীণ চেকও নারীদের মন মাতিয়ে তুলেছে। তবে তুলনা মূলকভাবে শাড়ীর দাম নাগালের মধ্যে।

মার্কেটে অনুসঙ্গসহ ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মুল্য একটু চড়া বলে দাবী করলেও দোকানীরা বলেছেন অন্য কথা। তারা বলছেন, ক্রেতাদেরকে প্রথমে একটু দাম বাড়িয়ে বলা হয়। পরে দামা দামি করে সহনীয় পর্যায়ে আসে। ক্রেতা সাধারণকে মালামাল না দিয়ে তাদের লাভ কোথায় ? লাভ না হলেও আসল তো উঠবে। এদিকে ক্রেতা সাধারণ জানালেন, গেল বছরের রং ও ডিজাইনের পোশাকের লেবেল লাগিয়ে নতুন বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। দামও হাঁকছেন তেমন। সব নাগালের বাইরে। তার পরও পরিবারের লোকজনের বায়নার কারণে কিনতে হচ্ছে অনুসঙ্গ। তবে বাজারে ভারতীয় কোন নায়িকা বা মডেলের নামে পোশাক নেই। মহামারী করোনার কারণে ভারতীয় পোশাক আমদানী করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন অনেক দোকানী।

ফুটপাথের মার্কেটও বেশ জমেছে। অভিজাত্য বিপনীর যাবার যাদের সামর্থ নেই তাদের ভরসা ফুটপাথ। বড়বড় শপিং মলে যে সকল অনুসঙ্গ রয়েছে, দেখতে একই রকম অনুসঙ্গ রয়েছে ফুটপাথে। শুধু কোয়ালিটি একটু আলাদা। গাংনী, রায়পুর, জোড়পুকুর ও বামন্দি বাজারের ফুটপাথে সেই চেনা চিত্র। কি নেই এখানে? নিম্ন ও মধ্য বিত্তদেরকে ঈদের আনন্দ দেয়ার জন্য স্বল্প দামে হরেক রকম ডিজাইনের অনুসঙ্গ আমদানী করেছে ফুটপাথের দোকানীরা। ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে শাড়ী। বাচ্চাদের পোশাক ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে। ফুটপাথের ব্যবসায়িরা জানালেন, বেচা বিক্রি বেশ ভাল। এখানে যেসব পোশাক প্রসাধনী পাওয়া যায় তা একেবারই কোয়ালিটি সম্পন্ন না তা ঠিক না। ফুটপাথ হলো গরীব ও মধ্যবিত্তদের শেষ ভরসা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, কোন ছিন্তাই রাহাজানি কিংবা ইভটিজিংয়ের মতো কোন ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশ টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। এখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। ক্রেতারা যাতে না ঠকে সেজন্য প্রশাসন সব সময় মার্কেটগুলেঅ নজরদারীতে রেখেছে। তার পরও কারো কোন অভিযোগ থাকলে সেটি জানালে তাৎক্ষনিক আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।